



947 - বধিরমীদরে উৎসব উপলক্ষে তাদরেকে শুভছেছা জানানোর বধিান

প্রশ্ন

বধিরমীদরে উৎসব উপলক্ষে তাদরেকে শুভছেছা জানানোর বধিান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

খ্রিস্টমাস (বড়দিনি) কথিবা অন্য কোন বধিরমী উৎসব উপলক্ষে কাফরেদরে শুভছেছা জানানো আলমেদরে সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) তাঁর লখিতি “আহকামু আহলযি যম্মাহ” গ্রন্থে এ বধিানটি উল্লেখ করছেন। তিনি বলেন: “কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভছেছা জানানো সর্বসম্মতক্রমে হারাম। যমেন- তাদরে উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা য়ে, ‘তোমাদরে উৎসব শুভ হোক’ কথিবা ‘তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক’ কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। যদি এ শুভছেছাজ্ঞাপন করা কুফরীর পরযায়়ে নাও পট্টে; তবে এটি হারামরে অন্তর্ভুক্ত। এ শুভছেছা ক্রুশকে সজেদা দয়োর কারণে কাউকে অভনিন্দন জানানোর পরযায়়ুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বেশি জঘন্য গুনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যনি ইত্যাদরি মত অপরাধরে জন্য কাউকে অভনিন্দন জানানোর চয়ে়ে মারাত্মক। যাদরে কাছে ইসলামরে যথাযথ মর্যাদা নই়ে তাদরে অনেকে এ গুনাতে লপ্তি হয়ে পড়ে; অথচ তারা এ গুনাহরে কদর্যতা উপলব্ধি করে না। য়ে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কথিবা বদিআত কথিবা কুফরী কর্মরে প্রক্ষেতিে কাউকে অভনিন্দন জানায় সয়ে নজিকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টরি সম্মুখীন করে।”[উদ্ভূতি সমাপ্ত]

কাফরেদরে উৎসব উপলক্ষে শুভছেছা জানানো হারাম ও এত জঘন্য গুনাহ (যমেনটি ইবনুল কাইয়্যমে এর ভাষ্যে এসছে) হওয়ার কারণ হলো- এ শুভছেছা জানানোর মধ্যে কুফরী আচারানুষ্ঠানরে প্রতি স্বীকৃতি ও অন্য ব্যক্তরি পালনকৃত কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যদিও ব্যক্তি নজি়ে এ কুফরী করতে রাজী না হয়। কন্তি, কোন মুসলমিরে জন্য কুফরী আচারানুষ্ঠানরে প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা কথিবা এ উপলক্ষে অন্যকে শুভছেছা জ্ঞাপন করা হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন: “যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জনে রাখ) আল্লাহ তোমাদরে মুখাপক্শী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদরে জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তবে (জনে রাখ) তিনি তোমাদরে জন্য সটেই পছন্দ করেন।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আজ আমি তোমাদরে জন্য তোমাদরে দ্বীনকে পরিপূরণ করলাম এবং তোমাদরে উপর আমার নয়োমত সম্পূরণ করলাম, আর তোমাদরে জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৩] অতএব, কুফরী উৎসব উপলক্ষে বধিরমীদরেকে শুভছেছা জানানো



হারাম; তারা সহকর্মী হোক কিংবা অন্য কছি হোক।

আর বধিরমীরা যদি আমাদেরকে তাদের উৎসব উপলক্ষে শুভচ্ছো জানায় আমরা এর উত্তর দবি না। কারণ সটো আমাদের ঈদ-উৎসব নয়। আর যহেতে এসব উৎসবরে প্রতিআল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর যহেতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতরি কাছে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠয়িছেনে, যে ধর্মরে মাধ্যমে পূর্বরে সকল ধর্মকে রহতি করে দেয়ো হযছে; হোক এসব উৎসব সংশ্লিষ্ট ধর্মে অনুমোদনহীন নব-সংযোজন কিংবা অনুমোদতি (সবই রহতি)। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর কটে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবো না এবং সে হবো আখরিতে ক্বতগিরস্তুদরে অন্তর্ভুক্ত।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৮৫]

কোন মুসলমানরে এমন উৎসবরে দাওয়াত কবুল করা হারাম। কেনো এটি তাদেরকে শুভচ্ছো জানানোর চয়েে জঘন্য। কারণ এতে করে দাওয়াতকৃত কুফরী অনুষ্ঠানে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হয়।

অনুরূপভাবে এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কাফরেদেরে মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, মষ্টিটান্ন বতিরণ করা, খাবার-দাবার আদান-প্রদান করা, ছুটি ভোগ করা ইত্যাদি মুসলমানদেরে জন্য হারাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি যো সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের-ই দলভুক্ত”। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর লখিতি ‘ইকতদিউস সরিাতলি মুস্তাকমি’ গ্রন্থে বলনে: “তাদেরে কোন উৎসব উপলক্ষে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে এ বাতলি কর্মরে পক্ষে তারা মানসকি প্রশান্তি পায়। এর মাধ্যমে তারা নানাবধি সুযোগ গ্রহণ করা ও দুর্বলদেরকে বহেজ্জত করার সম্ভাবনা তরৌ হয়।”[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি বধিরমীদেরে এমন কোন কছিতে অংশগ্রহণ করবে সে গুনাহগার হবো। এ অংশগ্রহণরে কারণ সটোজন্য, হৃদ্যতা বা লজ্জাবোধ ইত্যাদি যটোই হোক না কেনে। কেনো এটি আল্লাহর ধর্মরে ক্বতরে আপোষকামতির শামলি। এবং এটি বধিরমীদেরে মনোবল শক্ত করা ও স্ব-ধর্ম নিয়ে তাদেরে গর্ববোধ তরৌ করার কারণরে অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে মুসলমানদেরকে ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী করনে, ধর্মরে ওপর অবচিল রাখনে এবং শত্রুর বরিদ্ধে তাদেরকে বজয়ী করনে। নশ্চয় তিনি শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ ইবনে উছাইমীন ৩/৩৬৯]